সংবাদ
004
তারিখ ... ২৫।১০।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম 4 ...

জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর বৈষম্য দূরীকরণ সনদ ও বাংলাদেশ

অনীকা

লেখাটি যখন ছাপা হবে তখন আন্তর্জাতিক নারী ফেডারেশনের
কাউন্সিল সভা শেষ হয়ে যাবে। ১১ থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত
হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেষ্টে এই সভা চলবে। তার প্রস্তুতি চলেছে।
অনেকগুলো দেশের মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলো—বুদাপেষ্টে যাবার
পথে। নামিবিয়া, জাম্বিয়া, নাইজিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, লাউস,
কাম্পুচিয়া আফগানিস্তান ও ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার
সময় একটা বিশেষ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। সকলেই মধ্যম
বয়সী, গৃহিণী ও কর্মজীবী এবং সবার ওপরে মা। যখন একত্রিত
হলাম তখন আমাদের কথা বিনিময় এভাবে হতে থাকলো :

কেমন ঘুম হলো ?

ভালো। আবার ভালো না বলা চলে। ছেলেমেয়ের জন্য মনটা
চঞ্চল।

o এত ব্যস্ততার মধ্যেও ছেলেমেয়ে মন জুড়ে থাকে, কি আশ্চর্য,
তাই না ?

—হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক, আমরা মা। শিশুদের জন্য শান্তিময়
পৃথিবী গড়ার সংগ্রামে আছি ; কিন্তু ওদের প্রতি স্নেহবিমুখ তো তার
জন্য হতে পারি না।

o বিশেষ করে মস্কোর রাস্তায় শিশুদের দেখে, পাইওনীয়র হাউসে
শিশুদের দেখে মন আনচান করে। আমাদের দেশের শিশুদের কংকাল-
সার অনিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গোনার কথা মনে হলে খুব খারাপ
লাগে।

—হ্যাঁ যে দেশই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে পেরেছে সে দেশই
গরীব-দুঃখী জনগণের জীবনকে দিতে পেরেছে সোনালী ভবিষ্যৎ।
এছাড়া এই বিপুল দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

এক কথা থেকে অন্য কথায় এইভাবে দ্রুত এগুতে এগুতে এবং
স্বচক্ষে সোভিয়েত নারীদের জীবনধারা দেখতে দেখতে আমরা প্রায়
বৈঠকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা
ছাড়া নারীর সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়।

একজন জাপানী মেয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন সোভিয়েত নারী কমিটির
এক সদস্যাকে, আমাদের দেশে দোকানে মেয়েদের চাকরি পাবার শর্ত
হচ্ছে সুন্দরী হতে হবে এবং ছলাকলা জানতে হবে। তেমনি কি
এদেশেও আছে ? যতদূর সম্ভব অবাক হতে পারা যায় তেমনিভাবে
তিনি অবাক হয়ে বললেন, এটা তো ভাবাই যায় না। শুধুমাত্র
যোগ্যতাই একমাত্র শর্ত যে কোন চাকরিতে মেয়েদের যুক্ত হওয়ার।
আমি আর জাপানী মেয়েটির মতো প্রশ্ন করলাম না। এটা তো আমা-
দের দেশেও দেখা যায় বিভিন্ন ফার্মে সেক্রেটারীর চাকরির জন্য
মেয়েদের ইণ্টারভিউতে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন সময় কর্মকর্তার সঙ্গে বিদেশে
যেতেও প্রস্তুত কিনা চাকরি প্রার্থিনী এবং তাকে সুন্দর সাজতে জানতে
হবে, সুন্দরী হতে হবে এটাও একটা শর্ত থাকে। গুণগত যোগ্যতা-
সম্পন্ন হলেও এই যোগ্যতাগুলো না থাকলে মেয়েদের চাকরি হয় না।
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই ধরনের অপমান থেকে মেয়েরা মুক্তি
পেয়েছে।

যে সম্মেলন হতে চলেছে, তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শান্তির
সংগ্রাম কিভাবে আরও জোরদার করা যায় এবং বিশ্ব নারী সমাজ
শান্তির জন্য কি ভূমিকা পালন করতে পারে সেটা আলোচনা করা।
সেই সঙ্গে আজও বিশ্বের বিপুলসংখ্যক যে নারী অবহেলিত হয়ে
আছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত
নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে সে বিষয়গুলোও আলোচিত
হবে।

সম্মেলনের কাগজপত্র পড়ার সময় ও আলোচনা চলাকালীন সময়ে
জানা গেল, বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৩৪তম অধিবেশনে গৃহীত নারীর
প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষর দেয়নি। মাত্র ২
বছর পর নাইরোবীতে বিশ্ব নারী দশক পূর্ণ হবার সম্মেলন হবে আর
এই দীর্ঘ সময়েও সরকারীভাবে জাতিসংঘের নারীর অধিকার সংক্রান্ত
সনদে স্বাক্ষর দেয়া হয়নি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশ্ব নারী সমাবেশের
এই আলোচনা সভায় বসে আমার কাছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং
দুঃখজনক বিষয় মনে হয়েছে। আশা রাখছি সরকারীভাবে মহিলা
মন্ত্রণালয় এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিয়ে অচিরেই এই সনদের প্রতি
বাংলাদেশ সরকারের সমর্থন ঘোষণার জন্য সচেষ্ট হবে।